

পরিচিতি

www.motaher21.net

আসসালামুয়ালাইকুম।

মুহতারাম,

মহান আল্লাহ তায়ালা শুকরিয়া জানাই, আল হাম দু লিল্লাহ।

শুধু ১ টি কোটেসান বলা হয়ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়।

কিন্তু তাতে মানুষ পুরো বিষয়টি বুঝতে পারে না।

তাই চেষ্টা করছি মূল বিষয় যাতে সবাই বুঝতে পারে।

এতে আমি কম-বেশি এক ডজন (+/-) তাফসীর সহযোগিতা নিচ্ছি।

যেমন:- ইবনে কাসীর, ফী যিলালিল কুরআন, তাফহীমুল কুরআন, কুরআনুল কারীম,

মাও: আশরাফ আলী, আবুবকর যাকারিয়া, আহসানুল বায়ান, তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ।

English Tafsir Ibn Kathir, The Noble Quran.....

আসসালামুয়ালাইকুম।

দোস্ত তোমরা কয়েকজন হয়তো বুঝতে পারছো!!

কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারছে না।

আমি ধারাবাহিক কুরআন শরীফ এর আলোচনা করছি।

বাংলা, English এবং عرب তিন ভাষায় লিখিত।

তাই একটু সময় দিতে হবে। এবং একটু লম্বা হতে পারে।

যেন আমাদের ছেলেমেয়েরা ও সবাই মিলে বুঝতে পারে।

তোমরা নিজেদের অবস্থান ও সময় মত সবাই দেখতে পাবে। ইনশাআল্লাহ।

পারা- ১ =>

১) সূরা ফাতিহা,

২) সূরা বাকারা,

৩) সূরা আলে ইমরান,

৪) সূরা নিছা,

৫) সূরা মায়েদা,

৬) সূরা আল আনআম,

৭) সূরা আল আরাফ,

৮) সূরা আল আন ফাল,

৯) সূরা আত তাওবা,

১০) সূরা ইউনুস

১১) সূরা হুদ

১২) সূরা ইউসুফ

১৩) সূরা রাদ

১৪) সূরা ইব্রাহিম

১৫) সূরা হিজর

১৬) সূরা নহল

১৭) সূরা বনি ইসরাইল

১৮) সূরা আল-কাহাফা।

১৯) সূরা মরিয়ম।

২০) সূরা ط

২১) সূরা আম্বিয়া

২২) সূরা হাজ্জ।

২৩) সূরা মুমিনুন

২৪) সূরা নুর

২৫) সূরা ফুরকান

২৬) সূরা শুআরা

২৭) সূরা নমল

২৮) সূরা ক্বআসআস

২৯) সূরা আনকাবুত

৩০) সূরা রুম

৩১) সূরা লুকমান

৩২) সূরা সাজদআহ

৩৩) সূরা আহকাব

৩৪) সূরা সাবা

৩৫) সূরা ফাতের

৩৬) সূরা ইয়াসিন

৩৭) সূরা সাফ্ফাত

৩৮) সূরা:সোয়াদ

৩৯) সূরা: যুমার

৪০) আল-মু'মিন

৪১) হামীম আস-সআজদআহ

৪২) আশ-শূরা

৪৩) সূরা যুখরুফ

৪৪) সূরা দুখান

৪৫) সূরা জাসিয়া (পাড়া - ২৫ =>)

ধারাবাহিক কুরআন এর আলোচনা করা হচ্ছে...এর আগেও সুরা হুজরাত(৪৯)
সুরা সফ (৬১), সুরা মুজাম্মাল (৭৩), সুরা আসর (১০৩) وَالْعَصْرَا
সুরা: আল-মাউন (১০৭) الْمَاعُونِ ইত্যাদি আরো কয়েকটি সুরা আলোচনা করা হয়েছে।

আমার প্রকাশের অপেক্ষায় ৪টি বই কেন আপনি ছাপাবেন ইনশাআল্লাহ :-

- ১) আল্ হাম্ দু লিল্লাহ, আমি এখন পর্যন্ত ১১১৯ টি বই লিখেছি।
- ২) এখন পর্যন্ত ছাপানো হয়েছে ১৩ টি বই।
- ৩) Durban R S A থেকে অসববফ Hossen Deedat জাকির নায়েকের উস্তাদ (২০০৪ সালে) প্রকাশ করেছেন। তিনি এই বইগুলো ৫৬ টি দেশে পাঠিয়ে ছিলেন।
- ৪) ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়াম) ২০০৭ সালে প্রকাশ করেছেন। ৩য়মী বই পরিচি ২৬।
- ৫) Australian Islamic Library ২০১৫ সালে প্রকাশ করেছেন
- ৬) কুরআন এর আলোকে আমাদের প্রতি দিন কেমন কাজকর্ম করতে হবে এই বিষয়ে বলা হয়েছে।
“আমাদের ২৪ ঘন্টার কর্মসূচি ঘুম থেকে কাজ উত্তম” মার্চ - ২০২৪ ইং
এই বইতে পাঠকগণ ইনশাআল্লাহ বুঝতে পারবেন।
- ৭) এই পর্যন্ত কম বা বেশি ১১ লক্ষ (+/-) বই বিতরণ বা বিক্রয় করা হয়েছে।
বই ৪টি পছন্দ করেছি :- আমার লেখা ১১০১ টি বই এর মধ্যে এগুলো সর্ব উত্তম ৫টি।
প্রকাশিতব্য বই ৪টি ছাপানো হলে আমি ইনশাআল্লাহ ১০০০ এক হাজার বই ক্রয় করবো।
- ১) আমরা অনেকেই আল্লাহ তায়ালা কে ভালোবাসার দাবি করি।
আর আখেরাতে নাজাত পেতে হলে অবশ্যই আল্লাহকে বাস্তব জীবনে ভালোবাসতে হবে।
“আল্লাহকে কতটুকু ভালোবাসি”? এই বইতে সেটা সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।
- ২) আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বার বার বলেছেন যে আমাদের সঠিক কথা বলতে হবে,
সঠিক কাজটি করতে হবে। “এমন কথা কেন বল?”
এই বইতে পাঠকগণকে সেটা সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।
- ৩) সুরা বনি ইসরাইলে ২৩ নং আয়াত থেকে ৩৯ নং আয়াত পর্যন্ত (৩ তৃতীয় রুকু ও
৪ চতুর্থ রুকু তে) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন :- আমাদের সমাজ ও জীবন কিভাবে
পরিচালিত করা দরকার ! এই বিষয়ে চমৎকারভাবে বলেছেন।
“আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন” বইতে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।
- ৪) “ইসলামের বিজয়” বইটিতে ক) আমাদের অধ্যয়ন, খ) বই পড়া ও বিতরণ
গ) মুমিন, কাফের, মুনাফীক ও মানুষ ঘ) লেনদেন। ঙ) ২৪ ঘন্টার রুটিন।
চ) ইসলামের বিজয় কি ভাবে করা যাবে। ছ) আল্লাহকে ভালোবাসা
জ) আন্তর্জাতিক বিশ্বে দাওয়াত। এই সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
তাই এটা অবশ্যই পড়া প্রয়োজন। আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ নিজে পড়ব, অন্যকেও
পড়তে উৎসাহিত করব।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
أَصَالَخَيْرُ مِّنَا النُّؤْمِ

আমাদের ২৪ ঘন্টা রুটিন ও ঘুম থেকে নামাজ উত্তম

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন

www.motaher21.net

অনুমতির প্রয়োজন নেই

যে কোন মুসলিম সংস্থা অথবা ব্যক্তি এই বই যে কোন মাধ্যমে, যে কোন ভাষায়, কোন প্রকার পরিবর্তন ছাড়া এবং কোন পূর্ব অনুমতি ছাড়া বিক্রয় অথবা বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশ করতে পারেন। আমরা শুধুমাত্র অবগতির জন্য কয়েকটি প্রকাশিত কপি পেলে ধন্য হবো। -প্রকাশক

আমাদের ২৪ ঘন্টা রুটিন ও ঘুম থেকে নামাজ উত্তম ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন	Daily 24 Hours Routine & Prayer (Salat) is better than sleep Engineer Md. Motaher Hossain
প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ : মার্চ' ২০২৪ হিজরী রমজান ১৪৪৫	Edition: First Edition : March 2024 Arabic Hizri 1445
শুভেচ্ছা মূল্য : ৫৭.০০ টাকা মাত্র	
আপনাদের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি বিকাশ নম্বর : ০১৮৮৩ ৩৮৫৮০০ (মোতাহার হোসাইন) ব্যাংক একাউন্ট : ২০৫০২৭৬০২০০৩০৬০১২ মোতাহার হোসাইন ও নাফিসা ইয়াসমীন, গুলশান শাখা-১, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	

ভূমিকা

أَصَلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

আমাদের ২৪ ঘন্টা রুটিন ও ঘুম থেকে নামাজ উত্তম

Daily 24 Hours Routine & Prayer (Salat) is better than sleep.

প্রতিদিন ভোরে ফজরের আযানে "আসসালাতু খাইরুম মিনান্নাওম" শুনে ঘুম থেকে উঠি।

The whistle blow "Revelling" and everyone is wake up.

An academy-cadet or Army person starts the day.

প্রতিদিন এভাবেই আমাদের দিনের কাজ শুরু হয়। অনুরূপভাবে একজন মুমিন অর জীবন মুত্তাকী তথা আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হিসেবে প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগায়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের সূরা মুজ্জাম্মিলে (৭৩) এর উপর একটি চমৎকার আকর্ষণীয় বর্ণনা দিয়েছেন, (১-৭) নং আয়াতে বিস্তারিত ভাবে বলেছেন। শুরুতেই রসূল (সঃ) কে সুন্দরভাবে সম্বোধন করে আহবান করা হচ্ছে জীবনটা শুধু ঘুমিয়ে কাটানোর জন্য নয়। রাতের অর্ধেক তোমার বিশ্রামের জন্য রেখে বাকীটুকু আল্লাহর ইবাদাতের জন্য নির্ধারিত কর। শুধু তাই নয় সারাদিন ও কঠোর পরিশ্রমের নির্দেশনা দিয়েছেন এবং ২০ নং আয়াতে আরো বিস্তারিত বলে দেয়া হয়েছে। অসুস্থি বা সমস্যা থাকলে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। কিন্তু খুবই আশ্চর্য বিষয় কুরআনের অকাট্য নির্দেশ পাওয়ার পরও আমাদের অবস্থা কি? কথা ছিল মুসলিমরাই হবে সব চেয়ে বেশি পরিশ্রমি হবে। কিন্তু বাস্তবতা কী? পরিশ্রম প্রিয় মানুষ। কিন্তু বাস্তবতা অত্যন্ত দুঃখজনক যে আমরা বিভিন্ন ছল চাতুরীর মাধ্যমে, কঠিন পরিশ্রম না করার বাহানা খুঁজি। কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা - রাত ও দিন কঠোর পরিশ্রম করা আমাদের জন্য ফরজ।

রসূল (সঃ) বলেছেন যে যতদিন আমরা কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরব ৩০দিন পথভ্রষ্ট হবনা। আসুন আমরা কুরআন এর সঠিক অনুসরণের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করি। আল্লাহরব্বুল আলামীন আমাদের তাওফীক দিন আমীন।

ইঞ্জিনিয়ারঃ মুহাম্মদ মোতাহার হাসাইন

www.motaher21.net

হে কম্বল মুড়ি দিয়ে শয়নকারী ।

يَا أَيُّهَا الْمُرْتَلُّ ﴿١﴾

পারা-২৯

সূরা-৭৩: ১ এ কথা সত্য যে, রসূল (সা) ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর আর ঘুম পাড়ার অবকাশ নেই, তাঁর ঘাড়ে বিরাট দায়িত্বের বোঝা চেপেছে। তাঁর সামনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ সংগ্রাম। জিবরাঈল-এর সেই ডাক শোনার পর তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে শুধুই জাগরণ, কঠোর প্রিশ্রম ও অক্লান্ত চেষ্টা সাধনা। সেই ডাক ঘুমাতে দেবে না। তাঁকে তার রসূল (সা.)-কে বলা হলো, 'ওঠো, তিনি উঠলেন। তারপর বিশ বছরেরও বেশী কাল ধরে তিনি উখিতই রইলেন। অর্থাৎ কোনো বিশ্রাম নিতে পারলেন না, স্থির হতে পারলেন না, নিজের জন্যে বা নিজের পরিবারে জন্যে এক মূহূর্ত শান্তভাবে জীবন উপভোগ করতে পারলেন না। আল্লাহ তায়ালা তায়ালা সূরার প্রথম ৭ আয়াতে তা তাকে এভাবেই জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, 'হে কম্বলচ্ছাদিত। ওঠো, রাত্রি জাগরণ কর, তবে অল্প কিছু অংশ বাদে...' এভাবে রসূল (সা) বিশটি বছর কাটিয়ে দিলেন। এ সময়ের ভেতরে কোনো ক্ষেত্রেই এবং কোনো অবস্থাতেই তিনি বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখাননি। ওহীর প্রথম দিন থেকেই তিনি তাঁর এই অক্লান্ত সাধনা অব্যাহত রাখেন সূরাটি তার উভয় অংশের সম্মিলিত রূপ নিয়ে সাময়িকভাবে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে এর গুরু হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক স্নেহময় সম্বোধন ও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমর্পণের মধ্য দিয়ে তারপর রাত্রি জেগে নামায পড়া, কুরআন তেলওয়াত করা, একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে স্মরণ করা, একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করা, দুঃখ কষ্ট ও নিপীড়নের ওপর ধৈর্য অবলম্বন, প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ভালোভাবে পরিত্যাগ করা এবং তাদেরকেও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে একা ছেড়ে যে দেয়া, যাতে তিনি তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারেন এই সব বিষয় সূরায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশেষে সূরার উপসংহার নিশ্চয় আল্লাহ দয়ালু ও ক্ষমাশীল' এই প্রশান্ত ও বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এ সূরার উভয় রুকুতে রসূল (সাঃ) এর প্রিয় ও আল্লাহর মনোনীত সেই আদর্শ সংগ্রামে দলটির মহৎ গুণাবলী চেষ্টা সাধনা ও প্রশংসা করা হয়েছে। পথভ্রষ্ট মানব জাতিকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আন দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পার্থিব স্বার্থের মোহমুক্ত থাকা, প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীতে তারা ভূষিত ছিলেন 'হে কম্বলচ্ছাদিত।

ওঠো' মহাশক্তিধর ও মনপরাক্রান্ত আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ওঠো; অর্থাৎ যে সুরুদায়িত্ব তোমার ও জন্যে অপেক্ষা করছে, পালনের জন্যে জাখত হত। অক্লাস্ত চেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম করার জন্যে ওঠো। ঘুম ও বিশ্রামের সময় আর নেই, ওঠো, এই দায়িত্বের জন্যে প্রস্তুতি নাও এটি একটি গুরুতর উক্তি। এ উক্তি দ্বারা রসূল (সা)-কে তাঁর আবাসী বিছানা থেকে তুলে নিয়ে কষ্টকর সংগ্রামের কণ্টকাকীর্ণ রাজপথে নিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে। মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরে একং বহির্ভাগের বাস্তব কম কর্মক্ষেত্রে সমান ভাবে সংগ্রাম পরিচালানার জন্যে তাঁকে তাঁর সুখের ঘর থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে ব্যক্তি শুধু নিজের জন্যে জীবন ধার করে, তার পক্ষে সুখ-শান্তির মধ্যে জীবন কাটানো সম্ভব হতেও পারে, সে নগন্য ছেছ মানুষ হিসেবেই বাঁচে একং নান্য অবস্থাতেই মারা যায়। কিন্তু পৃথিবীতে যে ব্যক্তি বড় ও মহৎ হয় এবং বড় দায়িত্ব গ্রহণ করে তার ঘুম আসে কি করে? তার বিশ্রামের অবকাশ কোথায়? আরামদায়ক বিছানার সাথে তার কিসের সম্পর্ক? আদেশ জীবন যাপন তার কিভাবে সম্ভব? বিলাসী ও আয়েশী আসবাবপত্র সে পাবে কোথায়? এই বাস্তবতা রসূল (সা) বুঝতে পেরেছিলেন। তাই হযরত খাদীজা (রা.) যখন তাকে নিশ্চিন ঘুমাতে বলেন বললেন, তখন বললেন, 'সুখেঃ যুগ আমার শেষ হয়ে গেছে।

তাহাজ্জুদ ও আমরা :- মোসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, সাঈদ বিন হিশাম ইবনে আব্বাসের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রসূল (সা.) কি বেজোড় সংখ্যক নামায পড়তেন?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন বললেন, এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা.) সবচেয়ে ভালো জানেন, তার কাছে জিজ্ঞাসা করো। তিনি কি জবাব দেন আমাকে জানিও। সাঈদ ইবনে হিশাম বলেন, আমি হযরত আয়েশাকে বললাম, হে উম্মুল মোমেনীন, আমাকে জানান রসূল(সা.) এর চরিত্র করেন কেমন ছিলো।

তিনি বললেন, তুমি কি কোরআন পড়ো না? আমি বললাম, হ্যাঁ, পড়ি, তিনি বললেন, কোরআনেই রসূল (সা.) এর চরিত্র। এ কথা শোনার পর আমি চলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে পড়লো, রসূল (সা.) রাত্র জেগে নামায পড়ার বিষয় আমি বললাম, হে উম্মুল মোমেনীন! রসূলদের কি রকম রাত জেগে নামাজ পড়তেন তা আমাকে বলুন।

তিনি বললেন, তুমি সূরা আল মোজাম্মেল পড়ো না?

আমি বললাম, হ্যাঁ, পাড়ি।

তিনি বললেন, এ সূরার প্রথম রাত জেগে নামায পড়াকে ফরয করা হয়েছিলো। ফলে রসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীর সারারাত জেগে নামায পড়তে লাগলেন।

পুরো এক বছর এভাবে রাত জেগে নামাস পড়ায় তাদের পা ফুলে গেলো। এ সুরার শেষ অংশে আল্লাহ তা'য়ালার বারো মাস যাবত আকাশে আটকে রাখলেন। তারপর সুরার শেষভাগে আংশিক অব্যাহতির বিধান নাযিল করলেন। তখন থেকে রাত জাগা নফল হয়ে গেলো। অথচ ইতিপূর্বে তা ফরম ছিলো। এরপর আমি বিদায় নেয়ার উদ্যোগ নিলাম সহসা মনে পড়লো রসূল (সা.) এর বেজোড় সংখ্যক নামায পড়ার বিষয়। আমি বললাম, হে উম্মিল মুমিনুল মোমেনীন রসূল (সা.)-এর বেজোড় সংখ্যক নামায পড়ার বিষয়টি আমাকে জানান। তিনি বললেন, আমরা রসূল (সা.)-এর মেসওয়াক ও গুয়র পানি প্রস্তুত করে রাখতাম। এরপর আল্লা তায়ালার সেভাবে তাঁকে ঘুম থেকে জাগাতে চাইতেন জাগাতেন। তিনি জে জেগে মেসওয়াক করতেন, ওযু করতেন অতপর আট রাকাত নামায পড়তেন

আট রাকাত

আট রাকাতের একেবারে শেষে ছাড়া বসতেন না। অষ্টম রাকাতে বসে আল্লাহর যেকের করতেন, দোয়া করতেন; কিন্তু সালাম না ফিরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একই নিয়মে নবম রাকাত শেষ করে সালাম করতেন। এরপর দু'রাকাত বসে বসে পড়তেন। এই হচ্ছে এগারো রাকাত। রসূল (সা.) যখন বয়োবৃদ্ধ হলেন, তখন সাত রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে আরো দু'রাকাত পড়তেন। এভাবে নয় রাকাত ও পড়তেন। আর রসূল (সা.) যখন কোনো নামায পড়তেন, অব্যাহত রাখা পছন্দ করতেন। কোনো অসুখ অসুখ, কিংবা ঘুমের কারণে রাতে জাগরে না পারলে তিনি দিনের বেলায় বারো রাকাত পড়তেন। রসূল কখনোই একই রাতে সকাল পর্যন্ত পুরো কোরআন পড়েছেন বলে আমার জান জানা নেই। রমযান ছাড়া তিনি এক নাগাড়ে একমাস কখনো রোযা রাখতেন না। (যাদুল মা' যাদ)।

صَلَّاهُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

فَمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا

রাতে সালাতে দাঁড়ান [১], কিছু অংশ ছাড়া

نَصَفَهُ أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا

আধা-রাত বা তার চেয়েও কিছু কম।

أَوْ زُدَّ عَلَيْهِ

অথবা তার চেয়েও একটু বাড়ান।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : আমার খালা [রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী] মায়মূনা (রাঃ)-এর ঘরে একদা আমি রাত্রি যাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে সালাত আদায় করার জন্য উঠলেন। তিনি তের রাকাত সালাত আদায় করলেন, তার মধ্যে ফজরের দু'রাকাত সুনাত। আমি তার প্রত্যেক রাকাতের দাঁড়ানোর পরিমাণ হিসেব করলাম যে, তা ছিল

يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ

এ সূরার লম্বা সমপরিমাণ। (আবু দাউদ হা. ১৩৬৫, সহীহ)।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি নবুওয়াতের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করার পূর্বে তাঁকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশস্বরূপ অর্ধ-রাত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়ে বলছেন-ওঠো, ঘুম ও বিশ্রামের সময় আর নেই। এ দায়িত্বের জন্য প্রস্তুতি নাও। এটা একটি গুরুতর নির্দেশ। কারণ যে ব্যক্তি কেবল নিজেই নিয়ে ব্যস্ত তার পক্ষে আরাম-আয়েশ ও নরম বিছানায় জীবন কাটানো সম্ভব হলেও যে ব্যক্তি সারা পৃথিবীর জন্য প্রেরিত, যার প্রতি মহৎ দায়িত্ব তার ঘুম আসে কি করে? আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন কিভাবে সম্ভব?

(فَمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا)

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রাতের কিছু অংশ ব্যতীত বাকি রাত কিয়াম (তাহাজ্জুদ) করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

إِلَّا قَلِيلًا

'রাতের কিছু অংশ ব্যতীত' এর তাফসীর পরের দু'আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই উল্লেখ করেছেন। তাহল : 'তার অর্ধেক কিংবা তদপেক্ষা কিছু কম। অথবা তদপেক্ষা বেশি।' অর্থাৎ অর্ধ-রাত পর্যন্ত বা তার কম কিম্বা তার চেয়ে বেশি রাত কিয়াম কর, বাকি রাত ঘুমাও। অর্ধ-রাতের কিছু কম-বেশি হলে কোন অসুবিধা নেই। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে বাস্তবায়িত করত অর্ধ-রাত সালাত আদায় করতেন। এটা তাঁর ওপর ফরয ছিল। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ دَعَاكَ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا)

“এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কয়েম কর, এটা তোমার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।” আয়াতে এবং রাত্রির কিছু অংশের পরিমাণ এ আয়াতদ্বয়ে বলে দেওয়া হল। (ইবনু কাসীর)

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন : আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। তবে কোন্ আয়াত একে রহিত করেছে তা নিয়ে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যেমন কেউ বলেছেন : অত্র সূরার ২০ নম্বর আয়াত।

কেউ বলেছেন : (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ)

“তিনি জানেন যে, তোমরা কখনও এর সঠিক হিসাব রাখতে পারবে না।” আবার কেউ বলেছেন : ফরয পাঁচ ওয়াক্ত সালাত রহিত করে দিয়েছে। এ কথা বলেছেন মুকাতিল, ইমাম শাফেয়ী ও ইবনু কায়সান। (ফাতহুল কাদীর)।

সাদ বিন হিশাম বলেন : আয়িশাহ (রাঃ)-কে বললাম : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাতের কিয়াম সম্পর্কে আমাকে বলুন। তিনি বললেন : তুমি কি সূরা মুযযাম্মিল পড়নি? আমি বললাম হ্যাঁ, পড়েছি। তিনি বললেন : এ সূরার শুরুতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ওপর কিয়ামূল লাইল (রাতের সালাত) ফরয করে দেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পার্শ্বের সাহাবীরাও রাতে সালাত আদায় করতো ফলে তাদের পা ফুলে যেত। বার মাস পর এ সূরার শেষের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তা‘আলা এ ফরযকে হালকা করে দেন। ফলে রাতের সালাত ফরযের পর নফল থেকে যায়। (সহীহ মুসলিম : ৭৪৬, আবু দাউদ হা. ১৩৪২) এসত্তেও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে নিয়মিত তাহাজ্জুত সালাত আদায় করতেন।

(وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ دَعَاكَ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا)

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ ১ আদায় করুন, এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত ২। আশা করা যায় আপনার রব আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।

শব্দটি নিদ্‌বা যাওয়া ও জাখত হওয়া এই পরস্পর বিরোধী দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির কিছু অংশে কুরআন পাঠসহ জাখত থাকুন। কেননা ۛ এর সর্বনাম দ্বারা কুরআন বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] আর কুরআন পাঠসহ জাখত থাকার অর্থ সালাত পড়া।

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

এ কারণেই শরীআতের পরিভাষায় রাত্রিকালীন সালাতকে “তাহাজ্জুদ” বলা হয়। সাধারণতঃ এর অর্থ, এরূপ নেয়া হয় যে কিছুক্ষণ নিদ্‌বা যাওয়ার পর যে সালাত পড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের সালাত। হাসান বসরী বলেনঃ এশার পরে পড়া হয় এমন প্রত্যেক সালাতকে তাহাজ্জুদ বলা যায়। [ইবন কাসীর] তবে প্রচলিত পদ্ধতির কারণে কিছুক্ষণ নিদ্‌বা যাওয়ার পর পড়ার অর্থেই অনেকে তাহাজ্জুদ বুঝে থাকেন। সাধারণতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম শেষ রাতে জাখত হয়ে তাহাজ্জুদের সালাত পড়তেন। তাই এভাবে পড়াই উত্তম হবে। তাহাজ্জুদের সালাতের ব্যাপারে বহু হাদীসে অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “রমযানের সাওমের পর সবচেয়ে উত্তম হলো আল্লাহর মাস মুহররামের সাওম আর ফরয সালাতের পর সবচেয়ে উত্তম সালাত হলো, রাতের সালাত”। [মুসলিমঃ ১১৬৩]

[২] نافلة শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। এ কারণেই যেসব সালাত, দান-সদকা ওয়াজিব ও জরুরী নয়- করলে সওয়াব পাওয়া যায় এবং না করলে গোনাহ নাই, সেগুলোকে নফল বলা হয়। আয়াতে নামাযে তাহাজ্জুদের সাথে نافلة শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় এটাই বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের সালাত বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর জন্যে নফল। অথচ সমগ্র উম্মতের জন্যেও নফল। এজন্যেই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে نافلة শব্দটিকে উম্মতের ওপর তো শুধু পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই ফরয; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর তাহাজ্জুদও একটি অতিরিক্ত ফরয। অতএব, এখানে نافلة শব্দের অর্থ অতিরিক্ত ফরয। নফলের সাধারণ অর্থে নয়। [তাবারী] আবার কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে نافلة শব্দটি তার সাধারণ অর্থ অতিরিক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, তখন অর্থ হবেঃ আপনার যাবতীয় পূর্ব ও পরের গুণাহ মাফ হয়ে যাওয়ার কারণে আপনার জন্য তাহাজ্জুদের সালাত অতিরিক্তই রয়ে গেল।

[ইবন কাসীর] আপনার উম্মতের জন্য সেটার প্রয়োজনীয়তা হলো, গোনাহ মাফ পাওয়া। কিন্তু আপনার জন্য তা মর্যাদা বৃদ্ধি কারক। কিন্তু নফল হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ ত্যাগ করতেন না। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন যে,
 অর্থাৎ “আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? [মুসলিমঃ ২৮১৯]

[১] অর্থাৎ, কুরআন পড়ার মাধ্যমে।

[২] কেউ কেউ বলেন, تَهَجَّدُ শব্দটি সেই শ্রেণীভুক্ত শব্দ, যাতে বিপরীতমুখী দু’ রকম অর্থ পাওয়া যায়। এর অর্থ ঘুমানোও হয়, আবার ঘুম থেকে জাগাও হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থাৎ, রাতে ঘুম থেকে ওঠো এবং নফল নামায পড়। কেউ বলেন, هَجُودُ এর প্রকৃত অর্থই হল, রাতে ঘুমানো। কিন্তু بَابُ تَفْعُلُ এর ছাঁচে পড়ে তাতে تَجْنِبُ (বঁচে থাকা) এর অর্থ সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন, اِنْمْ মানে পাপ, কিন্তু اِنْمْ ছাঁচে পড়ে تَأْتُمْ এর অর্থ হয়, পাপ থেকে বিরত বা বঁচে থাকা। অনুরূপ تَهَجَّدُ এর অর্থ হবে, ঘুম থেকে বিরত বা বঁচে থাকা। আর مَهْجِدٌ হবে সে, যে রাতে না ঘুমিয়ে কিয়াম করে। মোট কথা তাহাজ্জুদের অর্থ হল, রাতের শেষ প্রহরে উঠে নফল নামায পড়া। সারা রাত قِيَامُ اللَّيْلِ (নামায) পড়া সুন্নতের বিপরীত। নবী (সাঃ) রাতের প্রথমাংশে ঘুমাতেন এবং শেষাংশে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। আর এটাই হল সুন্নতী তরীকা।

[৩] কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, এটা একটি অতিরিক্ত ফরয, যা নবী (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এইভাবে তারা বলেন যে, নবী (সাঃ)-এর উপর তাহাজ্জুদের নামাযও ঐরূপ ফরয ছিল, যেমন পাঁচ অঙ্ক নামায ফরয ছিল। অবশ্য উম্মতের জন্য তাহাজ্জুদের নামায ফরয নয়। কেউ কেউ বলেন যে, نَافِلَةٌ (অতিরিক্ত) এর অর্থ হল, তাহাজ্জুদের এই নামায রসূল (সাঃ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত জিনিস। কারণ, তিনি হলেন, مَغْفُورُ الذَّنْبِ (পাপ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত)। পক্ষান্তরে উম্মতের জন্য উক্ত আমল এবং অন্যান্য সমস্ত নেক আমল পাপসমূহের কাফফারা হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, نَافِلَةٌ মানে নফলই। অর্থাৎ, এ নামায না রসূল (সাঃ)-এর উপর ফরয ছিল, আর না তাঁর উম্মতের উপর। এটি একটি অতিরিক্ত নফল ইবাদত, যার ফযীলত অবশ্যই অনেক। এই সময়ে আল্লাহ তাঁর ইবাদতে বড়ই সন্তুষ্ট হন। আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, “রমযানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোযা হল আল্লাহর মাস মুহার্রমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হল রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায।” (মুসলিম ১১৬৩নং, আবু দাউদ তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ) তিনি বলেন, “জান্নাতের মধ্যে এমন একটি কক্ষতা শুনে আবু মালেক আশআরী (রাঃ) বললেন, ‘সে কক্ষ কার জন্য হবে, হে আল্লাহর রসূল?’

তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, অনুদান করে ও লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামাযে রত হয়; তার জন্য।” আছে, যার বাহিরের অংশ ভিতর থেকে এবং ভিতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যাবে।” (ত্হাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১১নং) তিনি বলেন, “আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, ‘কে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট কিছু চাইবে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।’ (বুখারী, মুসলিম, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১২২৩নং) তিনি বলেন, “তোমরা তাহাজ্জুদের নামাযে অভ্যাসী হও। কারণ, তা তোমাদের পূর্বসুরী নেক বান্দাদের অভ্যাস; তা তোমাদের প্রভুর নৈকট্যদানকারী ও পাপক্ষালনকারী এবং গোনাহ হতে বিরতকারী আমল।” (তিরমিযী, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১৮ নং) [৪] এটা হল সেই স্থান, যা কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ নবী (সাঃ)-কে দান করবেন এবং সেই স্থানে সিজদায় পড়ে আল্লাহর অসীম প্রশংসা বর্ণনা করবেন। অতঃপর আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলবেন, ‘হে মুহাম্মাদ! মাথা তোল, কি চাও বল, তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, মঞ্জুর করা হবে।’ তখন তিনি সেই বড় সুপারিশটি করবেন, যার পর লোকদের হিসাব-নিকাশ আরম্ভ হবে। (আশা এখানে নিশ্চিতের অর্থে।)

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে দূরে থাকে [১] তারা তাদের রবকে ডাকে আশংকা ও আশায় [২] এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। [১] অবস্থা হচ্ছে এই যে, সারা দিন নিজেদের দায়িত্ব পালন করে কাজ শেষে এসে দাঁড়ায় তারা নিজেদের রবের সামনে। তাঁকে স্মরণ করে রাত কাটিয়ে দেয়। তাঁর ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং তাঁর কাছেই নিজেদের সমস্ত আশা-আকাংখা সম্ভরণ করে। [দেখুন, মুয়াসসার, কুরতুবী, বাগতী] [২] আয়াতে মুমিনগণের এক গুণ এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে এবং শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহর যিকর ও দো'আয় অনিয়োগ করে। কেননা, এরা মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তিভীক ভয় করে এবং তাঁর কাংখা ও পূণ্যের আশা করে থাকে। আশা-নিরাশাপূর্ণ এ অবস্থা তাদেরকে যিকর ও দো'আর জন্য ব্যাকুল করে রাখে। অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে যিকর ও দো'আয় অন্নিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জুদ ও নফল সালাত যা ঘুম থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। হাদীসের অপরাপর বর্ণনা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মা'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা নবীজীর সঙ্গে সফরে ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি আরজ করলাম; ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন যার মাধ্যমে আমি জান্নাত লাভ করতে পারি এবং জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আল্লাহ পাক যার জন্যে তা সহজ করে দেন তার পক্ষে তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল এই যে, আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করবে না। সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, সাওম রাখবে এবং বায়তুল্লাহ শরীফের হজ সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন, এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই, (তা এই যে,) সাওম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ (যা শান্তি থেকে মুক্তি দেয়)। আর সদকা মানুষের পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের সালাত; এই বলে কোরআন মজীদের উল্লেখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন। [তিরমিযী: ২৬১৬, ইবনে মাজাহঃ ৩৯৭৩, মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৩১] সাহাবী আবুদারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, প্রখ্যাত তাবেয়ী কাতাদাহ ও যাহহাক রাহেমাছুমাল্লাহ বলেন যে, সেসব লোকও শয্যা থেকে শরীরের পার্শ্বদেশ পৃথক হয়ে থাকা গুণের অধিকারী, যারা এশা ও ফজর উভয় সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করেন। প্রখ্যাত সাহাবী আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে, উল্লেখিত আয়াত যারা এশার সালাতের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে, এশার জামাতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। [আবু দাউদ: ১৩২১, তিরমিযী: ৩১৯৬] ইবনে-কাসীর ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলছেন যে, এসব বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে শেষরাতের সালাতই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا

নিশ্চয় দিনের বেলায় আপনার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। [১] سَبْحًا শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া ও ঘোরাফেরা করা। এ কারণেই সাঁতার কাটাকে سباحة বলা হয়। এখানে এর অর্থ দিনমানের কর্মব্যস্ততা ও জীবিকার জন্য ঘোরাঘুরির কারণে অস্ত্রের ব্যস্ততা। দিনের কর্মব্যস্ততার কারণে একত্রিষ্ঠে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। [দেখুন, করতুবী; সা'দী]

تَبَيَّنَ (وَتَبَيَّنَ إِلَيْهِ تَبَيَّنًا)

অর্থ : পৃথক ও আলাদা হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার নিমিত্তে দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হওয়ার পর আলাদা হয়ে যাও। এটি বৈরাগ্যতা নয়। কেননা বৈরাগ্যতা হল : দুনিয়া থেকে সাংসারিক ব্যস্ততাসহ সকল কিছু বর্জন করা।

আর এরূপ বৈরাগ্যবাদ ইসলামে নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতেন, আবার বিবাহ করে সংসার গড়েছেন, রোযা রাখতেন আবার রোযা ছাড়তেন, রাতে সালাত আদায় করতেন আবার ঘুমাতে। এটাই সুন্নাত তরিকা। অতএব এ তরিকা বর্জন করে অন্য তরিকা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ শরীয়ত গর্হিত কাজ। কখনো এমন আমল আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। (সহীহ বুখারী হা. ৫০৬৩)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ
يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, আল্লাহ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ ছাড়া এমন কোন্ ইলাহ আছে, যে তোমাদের জন্য রাতের আবির্ভাব ঘটাবে যাতে বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না?' [১] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাতের সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ অর্থাৎ রাতে বিশ্রাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে শুধু بضياء বলা হয়েছে। ضياء বা আলোকের কোন উপকারিতা উল্লেখ করেননি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ সত্তাগতভাবে উত্তম। অন্ধকার থেকে আলোক যে উত্তম তা সুবিদিত। আলোকের অসংখ্য উপকারিতা এত সুবিদিত যে, তা বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই। রাত হচ্ছে অন্ধকার, যা সত্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়। বরং মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। সবশেষে বলেছেন, তবুও কি তোমরা দেখবে না? এখানে দেখার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. তোমরা কি ভেবে দেখবে না যে, তোমরা যে শিরকের উপর আছ সেটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথ। তারপরও কি তোমরা সেটা থেকে ফিরে আসবে না? তোমরা যদি তোমাদের বিবেক খাটাও তাহলে অনায়াসেই সরল সোজা পথে সমর্থ হতে পার। [জালালাইন; সা'দী] অথবা তোমরা যদি আল্লাহর এ বিরাট নে'আমতের উপর চিন্তা-ভাবনা করো তাহলে তা তোমাদেরকে ঈমান আনতে সহযোগিতা করতে পারে। [ইবন কাসীর] দুই. তোমরা কি রাত দিনের এ পার্থক্য স্বচক্ষে দেখতে পাও না? [মুয়াসসার] লক্ষণীয় যে, রাতের অনুগ্রহ বর্ণনা করার পর আল্লাহ বলেছেন "তোমরা কি ক্রণপাত করবে না?" আর দিনের অনুগ্রহ বর্ণনা করার পর বলেছেন, "তোমরা কি দেখবে না?" কারণ, রাতে শ্রবণশক্তির কাজ বেশী আর দিনে দৃশ্যমান হওয়া বেশী কার্যকর। [সা'দী]

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

আর তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণস্বরূপ, বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা [১] এবং ছড়িয়ে পড়ার জন্য করেছেন দিন [২]।

[১] এ আয়াতে রাত্রিকে ‘লেবাস’ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। লেবাস যেমন মানবদেহকে আবৃত করে, রাত্ৰিও তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর ফেলে দেয়া হয়। سُبَاتًا শব্দটি سَبَت থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিন্ন করা। سُبَاتٌ এমন বস্তু যদ্বারা অন্য বস্তুকে ছিন্ন করা হয়। নিদ্রাকে আল্লাহ তা‘আলা এমন করেছেন যে, এর ফলে সারাদিনের ক্লান্তি ও শ্রান্তি ছিন্ন তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তাই سُبَاتٌ এর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আবৃতকারী করেছি, অতঃপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম ও শান্তির উপকরণ। [দেখুন- কুরতুবী, আদওয়াউল বায়ান]

[২] এখানে দিনকে نُشُور অর্থাৎ ‘জীবন বা ছড়িয়ে পড়া’ বলা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত অর্থাৎ নিদ্রা এক প্রকার মৃত্যু। [আদওয়াউল বায়ান]

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْعُلُونَ وَنَسِيْحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ
ءَآثَآئِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

কাজেই তারা যা বলে, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন [১] এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে আপনার রব এর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং রাতে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, এবং দিনের প্রান্তসমূহেও [২], যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে আপ্রেন। [১] মক্কাবাসীরা ঈমান থেকে গা বাঁচানোর জন্য নানারকম বাহানা খুঁজত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলত। [ফাতহুল কাদীর] কুরআনুল করীম এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দু’টি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। (এক) আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি ভ্রক্ষেপ করবেন না; বরং সবর করবেন। (দুই) আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়ে যান। وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ বাক্যে একথা বলা হয়েছে।

[বুখারীঃ ৫৭৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ “যে ব্যক্তি [২] অর্থাৎ যেহেতু মহান আল্লাহ এখনই তাদেরকে ধ্বংস করতে চান না এবং তাদের জন্য একটি অবকাশ সময় নির্ধারিত করে ফেলেছেন, তাই তাঁর প্রদত্ত এ অবকাশ সময়ে তারা আপনার সাথে যে ধরনের আচরণই করুক না কেন আপনাকে অবশ্যি তা বরদাশত করতে হবে এবং সবরের সাথে তাদের যাবতীয় তিক্ত ও কড়া কথা শুনেও নিজের সত্যবাণী প্রচার ও স্মরণ করিয়ে দেবার দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। আপনি সালাত থেকে এ সবর, সহিষ্ণুতা ও সংযমের শক্তি লাভ করবেন। এ নির্ধারিত সময়গুলোতে আপনার প্রতিদিন নিয়মিত এ সালাত পড়া উচিত। “রবের সর্বদা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা” করা মানে হচ্ছে সালাত। যেমন সামনের দিকে আল্লাহু নিজেই বলেছেনঃ “নিজের পরিবার পরিজনকে সালাত পড়ার নির্দেশ দিন এবং নিজেও নিয়মিত তা পালন করতে থাকুন।”

সালাতের সময়গুলোর প্রতি এখানেও পরিষ্কার ইশারা করা হয়েছে। সূর্য উদয়ের পূর্বে ফজরের সালাত। সূর্য অস্ত যাবার আগে আসরের সালাত। আর রাতের বেলা হচ্ছে এশা ও তাহাজ্জুদের সালাত। দিনের প্রান্তগুলো অবশ্যি তিনটিই হতে পারে। একটি প্রান্ত হচ্ছে প্রভাত, দ্বিতীয় প্রান্তটি সূর্য ঢলে পড়ার পর এবং তৃতীয় প্রান্তটি হচ্ছে সন্ধ্যা। কাজেই দিনের প্রান্তগুলো বলতে ফজর, যোহর ও মাগরিবের সালাত হতে পারে। সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘তোমরা তোমাদের রবকে স্বচ্ছভাবে দেখতে পাবে যেমনিভাবে তোমরা এ (পূর্ণিমার চাঁদ) কে দেখতে পাচ্ছ। দেখতে তোমাদের কোন সমস্যা হবে না। সুতরাং তোমরা যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমাদের সালাতগুলো আদায়ের ব্যাপারে কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হতে মুক্ত হতে পার তবে তা কর; অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তোমাদের প্রভুর সুপ্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণা কর) এ আয়াতটি বললেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করবে সে জাহান্নামে যাবে না।” অর্থাৎ ফজর ও আসার। [মুসলিমঃ ৬৩৪] [ইবন কাসীর]

[৩] অর্থাৎ তাসবীহ ও ইবাদাত এজন্যে করুন যাতে আপনার জন্য এমন কিছু অর্জিত হয়, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন। মুমিনের সঠিক সন্তুষ্টি আসবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে। হাদীসে এসেছে, “আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ হে জান্নাতবাসী! তারা বলবেঃ হাজির হে আমাদের প্রভু, হাজির। তারপর তিনি বলবেনঃ তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবেঃ কেন আমরা সন্তুষ্ট হব না, অথচ আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন, সৃষ্টি জগতের কাউকে তা দেননি।

তারপর তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদেরকে তার থেকেও উত্তম কিছু দেব। তারা বলবেঃ এর থেকে উৎকৃষ্ট আর কিইবা আছে। তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদের উপর এমনভাবে সম্ভ্রষ্ট হব, যার পরে আর কখনো অসম্ভ্রষ্ট হব না। [বুখারীঃ ৬৫৪৯, ৭৫১৮, মুসলিমঃ ২৮২৯]

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحْوُنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّنَبِّئُوكُمْ
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانُهُ تَفْصِيلًا

আর আমরা রাত ও দিঞ্জে করেছি দুটি নিদর্শন [১] তারপর রাতের নিদর্শনকে মুছে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলকপ্রদ করেছি; যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো; আর আমরা সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

[১] আমার একত্ববাদ ও আমার অপার ক্ষমতার উপর প্রমাণ ! [এ ধরনের আয়াত আরো দেখুন, সূরা ফুসসিলাতঃ ৩৭, ইয়াসীনঃ ৩৭, ইউনুসঃ ৬, আল-মুমিনুনঃ ৮০, আল বাকারাহঃ ১৬৪, আলে ইমরানঃ ১৯০. আন-নূরঃ ৪৪. আল-ফুরকানঃ ৬২, আল কাসাসাঃ ৭৩, জাসিয়াঃ ৫]

[২] আলোচ্য আয়াতে দিবারাত্রির পরিবর্তনকে আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও আরামের জন্যে উপযুক্ত। আল্লাহ তাআলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, রাত্রির অন্ধকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর ঘুম আসে। সমগ্রজগত একই সময়ে ঘুমায়। যদি বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্যে বিভিন্ন সময় নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হটুগোলে ঘুমন্ড্রদের ঘুমে ও ব্যাঘাত সৃষ্টি হত। [৩] অর্থাৎ তাসবীহ ও ইবাদাত এজন্যে করুন যাতে আপনার জন্য এমন কিছু অর্জিত হয়, যাতে আপনি সম্ভ্রষ্ট হতে পারেন। মুমিনের সঠিক সম্ভ্রষ্টি আসবে আল্লাহর সম্ভ্রষ্টি অর্জনের মাধ্যমে। হাদীসে এসেছে, “আল্লাহ তাআলা বলেনঃ হে জান্নাতবাসী! তারা বলবেঃ হাজির হে আমাদের প্রভু, হাজির। তারপর তিনি বলবেনঃ তোমরা কি সম্ভ্রষ্ট হয়েছ? তারা বলবেঃ কেন আমরা সম্ভ্রষ্ট হব না, অথচ আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন, সৃষ্টি জগতের কাউকে তা দেননি। তারপর তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদেরকে তার থেকেও উত্তম কিছু দেব। তারা বলবেঃ এর থেকে উৎকৃষ্ট আর কিইবা আছে।

তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদের উপর এমনভাবে সন্তুষ্ট হব, যার পরে আর কখনো অসন্তুষ্ট হব না । [বুখারীঃ ৬৫৪৯, ৭৫১৮, মুসলিমঃ ২৮২৯]

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحْوَنًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانُهُ تَفْصِيلًا

আর আমরা রাত ও দিঞ্চে করেছি দুটি নিদর্শন [১] তারপর রাতের নিদর্শনকে মুছে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলকপ্রদ করেছি; যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো; আর আমরা সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি । [২]

[১] আমার একত্ববাদ ও আমার অপার ক্ষমতার উপর প্রমাণ ! [এ ধরনের আয়াত আরো দেখুন, সূরা ফুসসিলাতঃ ৩৭, ইয়াসীনঃ ৩৭, ইউনুসঃ ৬, আল-মু'মিনুনঃ ৮০, আল বাকারাহঃ ১৬৪, আলে ইমরানঃ ১৯০. আন-নূরঃ ৪৪. আল-ফুরকানঃ ৬২, আল কাসাসাঃ ৭৩, জাসিয়াঃ ৫]

[২] আলোচ্য আয়াতে দিবারাত্রির পরিবর্তনকে আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে । তারপর বলা হয়েছে যে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে । রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়নি । অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও আরামের জন্যে উপযুক্ত । আল্লাহ তাআলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, রাত্রির অন্ধকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর ঘুম আসে । সমগ্ৰবর্জগত একই সময়ে ঘুমায় । যদি বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্যে বিভিন্ন সময় নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হট্টগোলে ঘুমন্তদের ঘুমে ও ব্যাঘাত সৃষ্টি হত ।

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفَا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ

আর আপনি সালাত নামাজ কায়েম করুন

[১] দিনের দু প্রান্ত ভাগে ও রাতের প্রথমাংশে

[২] । নিশ্চয় সৎকাজ অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়

[৩] । উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটা

[৪] এক উপদেশ ।

[১] আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে তাকে ও তার সমস্ত উম্মতকে নামায কায়েম রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য ফরয সালাত।

[কুরতুবী] আর ইকামতে সালাত অর্থ, পূর্ণ পাবন্দীর সাথে নিয়মিতভাবে সালাত সম্পন্ন করা। কোন কোন আলেমের মতে সালাত কায়েম করার অর্থ, সমুদয় সুন্নত ও মুস্তাহাবসহ আদায় করা। কারো মতে এর অর্থ, মুস্তাহাব ওয়াজ্তে নামায পড়া। আবার কারো কারো মতে, জামাতের সাথে আদায় করা। মূলতঃ এটা কোন মতানৈক্য নয়। আলোচ্য সবগুলোই একামতে সালাতের সঠিক মর্মার্থ। সূরা আল-বাকারার ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তার বিস্তারিত আলোচনা চলে গেছে। [২] নামায কায়েম করার নির্দেশ দানের পর সংক্ষিপ্তভাবে নামাযের ওয়াজ্ত বর্ণনা করেছেন যে, “দিনের দু’প্রান্তে অর্থাৎ শুরুতে ও শেষভাগে এবং রাতেরও কিছু অংশে নামায কায়েম করবেন।” দিনের দু’প্রান্তের নামাযের মধ্যে প্রথমভাগের নামায সম্পর্কে সবাই একমত যে, সেটি ফজরের নামায। [তাবারী; বাগতী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] কিন্তু শেষ প্রান্তের নামায সম্পর্কে ইবন আব্বাস বলেন তা মাগরিবের নামায। [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] হাসান বসরি, কাতাদাহ ও দাহহাক আসরের নামাযকেই দিনের শেষ নামায সাব্যস্ত করেছেন। [কুরতুবী ইবন কাসীর] অবশ্য এখানে একটি মত এটাও রয়েছে যে, দিনের দু’প্রান্ত বলে, যোহর ও আসরের সালাত বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] রাতের কিছু অংশের নামায সম্পর্কে ইবন আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, এটি হচ্ছে, এশার নামায। হাসান বসরী, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা’ব, কাতাদাহ, যাহহাক প্রমুখ তফসীরকারকদের অভিমত হচ্ছে যে, সেটি মাগরিব ও এশার নামায। [ইবন কাসীর] অতএব এ আয়াতে চার ওয়াজ্ত নামাযের বর্ণনা পাওয়া গেল। অবশিষ্ট রইল যোহরের নামায। এ ব্যাপারে ইবন কাসীর বলেন, এটি পাঁচ ওয়াজ্ত সালাত ফরয হওয়ার আগের নির্দেশ। আর তখন দু’ওয়াজ্ত নামাযই ফরয ছিল। সূর্যোদয়ের আগের নামায এবং সূর্যাস্তের আগের নামায। আর রাতের বেলা রাসূল ও উম্মতের উপর কিয়ামুল লাইল করা ফরয ছিল। [ইবন কাসীর] অথবা যোহরের সালাতের ব্যাপারে কুরআনের অন্যত্র যা এসেছে তা থেকে প্রমাণ নেয়া যায়, তা হচ্ছে, “নামায কায়েম কর, যখন সূর্য ঢলে পড়ে।” [সূরা আল-ইসরাঃ ৩৮] [৩] এখানে সালাত কায়েম করার নির্দেশ দানের সাথে সাথে তার উপকারিতাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে “পুণ্যকাজ অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়”। এখানে পুণ্যকাজ বলতে অধিকাংশ আলেমদের নিকট সালাত বোঝানো হয়েছে। [দেখুন, তাবারী] যদিও সালাত, রোযা, হজ, যাকাত, সদকাহ, সদ্ব্যবহার প্রভৃতি যাবতীয় সৎকাজই উদ্দেশ্য হতে পারে।

[কুরতুবী] তবে নিঃসন্দেহে এর মধ্যে সালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাঙ্গে-গণ্য। অনুরূপভাবে পাপকার্যের মধ্যে সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গোনাহ শামিল রয়েছে। কিন্তু কুরআন এবং রাসূলের বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে পাপকার্য দ্বারা সগীরা গোনাহ বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যাবতীয় নেক কাজ, বিশেষ করে নামায সগীরা গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। এ হিসেবে ইমাম কুরতুবী বলেন, আয়াতটি পুণ্যকাজের ব্যাপারে ব্যাপক হলেও গোনাহ ক্ষমা করার ব্যাপারে বিশেষভাবে বিশেষিত। অর্থাৎ সগীরা গোনাহের সাথে সংশ্লিষ্ট। [কুরতুবী] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সৎকাজের দ্বারা পাপ ক্ষমা হয় এ কথা কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “তোমরা যদি বড় (কবীরা) গোনাহসমূহ হতে বিরত থাক তাহলে তোমাদের ছোট ছোট (সগীরা) গুনাহগুলি মিটিয়ে দেব”। [সূরা আন-নিসাঃ ৩১] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুম'আ পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত এ এবং এক রমযান দ্বারা পরবর্তী রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী যাবতীয় সগীরা গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়া হয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে।’ [মুসলিমঃ ২৩৩] অর্থাৎ কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না, কিন্তু সগীরা গোনাহ নামায, রোজা, দান-সাদকাহ ইত্যাদি পুণ্যকর্ম করার ফলে আপনা-আপনিও মাফ হয়ে যায়। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে, নেক কাজ করার ফলেও অনেক গোনাহ মাফ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, “তোমাদের থেকে কোন মন্দ কাজ হলে পরে সাথে সাথে নেক কাজ কর, তাহলে উহার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।” [তিরমিযীঃ ১৯৮৭, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ১৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ “কোন এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুমু দিয়ে ফেলল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে এ কথা উল্লেখ করলো। তখন তার এ ঘটনা উপলক্ষে উক্ত আয়াত নাযিল করা হলো। অর্থাৎ আপনি সালাত কায়েম করুন দিনের দু প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমার্শে। সৎকাজ অবশ্যই অসৎকাজ মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটা তাদের জন্য এক উপদেশ”। তখন লোকটি জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহর রাসূল! এ হুকুম কি কেবল আমার জন্য, না সকলের জন্য? তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের যে কেউ নেক আমল করবে, এ হুকুম তারই জন্য”। [বুখারীঃ ৪৬৮৭] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে যদি কোন নদী থাকে আর দৈনিক পাঁচবার তাতে গোসল করা হয় তাহলে তার কি কোন ময়লা বাকী থাকবে?” সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ “তার কোন ময়লাই অবশিষ্ট থাকবে না”।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটাই হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। আল্লাহ এর মাধ্যমে গুণাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। [বুখারীঃ ৫২৮, মুসলিমঃ ২৭৬৩] তবে মনে রাখতে হবে যে, সৎকাজ দ্বারা শুধুমাত্র সগীরা বা ছোট গুণাহ মাফ হয়। কবীরা গুণাহের জন্য তাওবা জরুরী। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে। [মুসলিমঃ ২৩৩]

[৪] “এটা শব্দ দ্বারা কুরআন মজীদের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে [কুরতুবী] অথবা ইতিপূর্বে বর্ণিত বিধি-নিষেধের প্রতিও ইশারা হতে পারে। [বাগতী। সে মতে আয়াতের মর্ম হচ্ছে-এই কুরআন অথবা এতে বর্ণিত হুকুম-আহকামসমূহ ঐসব লোকের জন্য স্মরণীয় হেদায়েত ও নসীহত, যারা উপদেশ শুনতে ও মানতে প্রস্তুত। তবে এ কুরআন থেকে হেদায়াত নিতে হলে নফসকে বশ করা এবং সবর করার প্রয়োজন পড়ে। তাই পরবর্তী আয়াতে সবরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [সা’দী]

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۗ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

যে দিন তাদেরকে একত্রিত করা হবে (সেদিন তারা মনে করবে যে) দিনের এক মুহূর্তের বেশি তারা (দুনিয়াতে) অবস্থান করেনি। তারা পরস্পরকে চিনতে পারবে। যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর তারা কখনই সঠিক পথপ্রাপ্ত ছিল না।

وَالْعَصْرَ ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَأَمَرٌ ۗ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا ۗ بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ ۗ

“কসম যুগের, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সত্যের এবং উপদেশ দেয় সবরের।” (সূরা আসর ১০৩:১-৩) সুতরাং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা দুনিয়াতে থাকতে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করেনি। যারা ঈমান ও ইসলামের পরওয়া না করে যেমন খুশি চলাফেরা করেছে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়: ১. সকল মানুষকে আখিরাতে হাজির করা হবে, কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না। ২. দুনিয়ার জীবন খুবই ক্ষণিকের মনে হবে।

৩. কিয়ামতের মাঠে পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারবে

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَابُوا عَنِ اللَّهِ غَفُورًا رَّحِيمًا

নিশ্চয় আপনার রব জানেন যে, আপনি সালাতে দাঁড়ান কখনও রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ এবং দাঁড়ায় আপনার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দলও। আর আল্লাহই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের পরিমাণ [১] তিনি জানেন যে, তোমারা এটা পুরোপুরি পালন করতে পারবে না। [২] তাই আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করলেন। [৩] কাজেই কুরান থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়, আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, আর কেউ কেউ আল্লাহ অনুগ্রহ সন্মানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ পথে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। কাজেই তোমরা কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য ততটুকু পড়। আর তোমরা সালাত কয়েম কর, যাকাত প্রদান কর। [৪] এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। [৫] তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা তা পাবে আল্লাহ কাছে। [৬] তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ কাছে; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

‘দ্বিতীয় রুকু’

[১] সূরার শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল মুসলিমের উপর তাহাজ্জুদ ফরয করা হয়েছিল এবং এই সালাত অর্ধারাত্রির কিছু বেশী এবং কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরয ছিল। আল্লাহ জ্ঞান অনুযায়ী যখন এর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদের ফরয রহিত করে সে নির্দেশ শিথিল ও সহজ করে দেয়া হলো। [দেখুন, কুরতুবী] [২] حِصَا مَوْلَىٰ هَلَا وَحِصَا يَارِ اَرْثِ اِغْنَا كَرَا। যেমন, পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, وَأَخْصَىٰ كُلَّ عَدَدًا “আর তিনি (আল্লাহ) সব কিছু সংখ্যায় গণনা করে রেখেছেন।”

[সূরা আল-জিন: ২৮] অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, তোমরা এর গণনা করতে পারবে না। তাহাজ্জুদের সালাতে আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এই সালাতে মশগুল থাকা অবস্থায় রাত্রি কতটুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল।

[দেখুন: কুরতুবী; সা'দী] আবার কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, إحصاء অর্থ কোন কিছু যথানিয়মে কাজে লাগানো বা সক্ষম হওয়া। সে হিসেবে এখানে لَنْ تُحْصَوْهُ শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যেকে যথারীতি সালাত পড়তে সক্ষম না হওয়া। [তাবারী] এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার এসেছে, যেমন হাদীসে আল্লাহ্ সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, أحصاها دخل الجنة অর্থাৎ “যে ব্যক্তি আল্লাহ্ নামসমূহকে কর্মের ভিতর দিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে সে জান্নাতে দাখিল হবে।” [বুখারী: ৬৪১০, মুসলিম: ২৬৭৭]। এ অর্থের জন্য দেখুন, শারহুস সুন্নাহ লিল বাগতী: ৫/৩১; আল-আসমা ওয়াস সিফাত লিল বাইহাকী: ১/২৭; কাশফুল মুশকিল মিন হাদীসিস সাহীহাইন লি ইবনিল জাওয়ী: ৩/৪৩৫; তারহুত তাসরীব লিল ইরাকী: ৭/১৫৪; ফাতহুল বারী লি ইবন হাজার: ১/১০৬; সুবুলুস সালাম লিস সান'আনী: ২/৫৫৬।

[৩] تَاب শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের তাওবাকেও একারণে তাওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কেবল প্রত্যাহার বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফরয তাহাজ্জুদের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। [কুরতুবী] [৪] প্রসিদ্ধ এই যে, যাকাত হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরয হয়েছে এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে কোন কোন তাফসীরবিদ বিশেষ ভাবে এই আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কিন্তু সঠিক মত হলো, যাকাত মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ফরয হয়েছিল, কিন্তু তার নেসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে বর্ণিত হয়েছে, এমতাবস্থায় আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও ফরয যাকাত বোঝানো যেতে পারে। [দেখুন, ইবন কাসীর] [৫] মূলত এখানে ফরয ও নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে। [সা'দী] আল্লাহ্ পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহ্কে ঋণ দিচ্ছে। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, যাকাত ছাড়া ও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; যেমন: স্ত্রী ও সন্তান-সম্ভূতির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি।

[কুরতুবী] [৬] এর অর্থ হলো, আখেরাতের জন্য যা কিছু তোমরা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছো তা তোমাদের ঐ সব জিনিসের চেয়ে অনেক বেশী উপকারী যা তোমরা দুনিয়াতেই রেখে দিয়েছো এবং আল্লাহ্ সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করোনি। হাদীসে উল্লেখ আছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের এমন কেউ আছে যার নিজের অর্থ-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীর অর্থ-সম্পদের চেয়ে তার কাছে বেশী প্রিয়? জবাবে লোকেরা বললো, “হে আল্লাহ্ রাসূল, আমাদের মধ্যে কেউ-ই এমন নেই যার নিজের অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছে তার উত্তরাধিকারীর অর্থ-সম্পদ থেকে বেশী প্রিয় নয়।” তখন তিনি বললেনঃ ‘তোমরা কি বলছো তা ভেবে দেখো।’ লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্ রাসূল, আমাদের অবস্থা আসলেই এরূপ। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের নিজের অর্থ-সম্পদ তো সেইগুলো যা তোমরা আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছো। আর যা তোমরা রেখে দিয়েছো সেগুলো ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীদের অর্থ-সম্পদ। [বুখারী: ৬৪৪২] [ইবন কাসীর]

(فَأَفْرَأُوا مَا تَبَيَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)

অত্র সূরার শুরু ৩ নম্বর আয়াতে রাতে সালাত (তাহাজ্জুত) আদায় করার নির্দেশ দেওয়ার পর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীরা রাতের দুই-তৃতীয়াংশ, অর্ধেক বা কখনো এক-তৃতীয়াংশ জাগরণ করে সালাত আদায় করতেন। অতঃপর অত্র আয়াতে বিধানকে হালকা করে দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : “তিনি জানেন যে, তোমরা কখনও এর সঠিক হিসাব রাখতে পারবে না” অর্থাৎ এরূপ হিসাবে করে নিয়মিত তাহাজ্জুত সালাত আদায় করা কষ্টকর হয়ে যাবে। কারণ অনেকে কখনো অসুস্থ হয়ে যাবে, কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অন্য দেশে ভ্রমণ করবে, কেউ জিহাদ করতে যাবে ইত্যাদি কারণে তা যথাযথ পালন করা সম্ভব হবে না। তাই সময় নির্ধারণ না করে “কুরআনের যতটুকু পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু পাঠ কর” অর্থাৎ যতটুকু সম্ভব রাতে সালাত আদায় কর, সময় ধরাবাঁধার প্রয়োজন নেই। এখানে সালাতকে কিরাআত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কিরাআত সালাতের অন্যতম একটি রুকন। আবার অন্যত্র সালাত দ্বারা কিরাআত বুঝানো হয়েছে। যেমন “তুমি তোমার সালাত অর্থাৎ কিরাআত উঁচু আওয়াজে পড় না।” (সূরা ইসরা ১৭ : ১১) এ আয়াত দ্বারা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন : সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। বরং কেউ যদি কুরআনের অন্য কোন অংশ বা আয়াত পাঠ করে তাহলে তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ ব্যক্তিকে বললেন : যে ভালভাবে সালাত আদায় করতে পারছিল না।

(ثُمَّ أَفْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)

কুরআনের যে অংশ তোমার সাথে আছে তার মধ্যে যা সহজ তা পাঠ কর। (সহীহ বুখারী হা. ৬২৫১)

অধিকাংশ আলেম সমাজ বলছেন : না, সূরা ফাতিহা ছাড়া সালাত হবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : যারা সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তাদের সালাত হবে না। এরূপ অনেক প্রমাণ রয়েছে যা বলে- অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করতেই হবে। এ সম্পর্কে সূরা ফাতিহার তাফসীরে আলোচনা করা হয়েছে। আর কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে সহজ সূরা বা অংশ হল সূরা ফাতিহা। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সূরা ফাতিহা ও যা সহজ হয় তা পাঠ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। (আহমাদ ৩/৩, সনদ উত্তম)

অর্থাৎ প্রত্যেক ভাল কাজের বিনিময় দশ থেকে সাতশত গুণ বা তার চেয়ে বেশি

(يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ)

অর্থাৎ ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কাজকর্ম করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় সফর করবে। ফলে রাতের সালাত আদায় কষ্টকর হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তা'আলা এ বিধান সহজ করে নফলের পর্যায়ে রাখলেন।

(قَرَضًا حَسَنًا)

অর্থাৎ ফরয যাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত দান খয়রাত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَفًا كَثِيرَةً ط وَاللَّهُ يَقْبِضُ
(وَيَبْصُطُ ص وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)

“কে আছে যে আল্লাহকে করযে হাসানা দেবে? পরে তিনি তাকে অনেক গুণে বাড়িয়ে দেবেন। আর আল্লাহ (মানুষের রিযিক) কমান ও বাড়ান এবং তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।” (সূরা বাক্বারাহ ২ : ২৪৫)

আল্লাহ তা'আলার কাছে পাওয়া যাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ক্ষমার দিকে বান্দাদেরকে আহ্বান জানিয়ে বলছেন : বেশি বেশি আমায় স্মরণ কর ও আমার কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারী ও দয়ালু।

[৭] অনুরূপ জিহাদেও সফরের কষ্ট ও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আর এই তিনটি জিনিসেরই অসুস্থতা, সফর এবং জিহাদু পালাক্রমে সকলেই শিকার হয়ে থাকে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা রাতে কিয়াম করার জরুরী নির্দেশকে শিথিল করে দেন। কেননা, এই তিনটি অবস্থাতে এ কাজ অতি কঠিন এবং বড়ই ধৈর্যসাপেক্ষ কাজ। [৮] শিথিল ও হাল্কা করার কারণসমূহ বর্ণনার সাথে এখানে পুনরায় উক্ত নির্দেশ হাল্কা করার কথাকে তাকীদ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। [৯] অর্থাৎ, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায। [১০] অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় প্রয়োজন ও সাধ্যমত ব্যয় কর। এটাকে 'ক্বারযে হাসানা' (উত্তম ঋণ) নামে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ এর পরিবর্তে সাতশ' গুণ বরং তার থেকেও বেশী সওয়াব দান করবেন। [১১] অর্থাৎ, নফল নামাযসমূহ, সাদাকা-খয়রাত এবং অন্যান্য যে সব সৎকর্মই করবে, আল্লাহর কাছে তার উত্তম প্রতিদান পাবে। অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট ২০ নং এই আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই জন্য তাঁরা বলেন যে, এর অর্ধেক অংশ মক্কায় এবং অর্ধেক অংশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। (আইসারুত তাফাসীর)

(نقل حَلْفُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَل)

আসলে আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রম মধ্যে সৃষ্টি করেছি।

* মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মতে সৃষ্টি করার মানে হচ্ছে, এই যে, এই দুনিয়া আনন্দ উপভোগ করার ও আরীমে শুয়ে শুই শুরু সুখের বাঁশী বাজারার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি, বরং তার জন্য ও দুনিয়া পরিশ্রম, মেহনত ও কষ্ট করার এবং কঠিন অবস্থার মোকাবেলার জায়গা, এই অবস্থা অতিক্রম না করে কোন মানুষ সামনে এগিয়ে যেতে পারি না। এই মক্কা শহর সান্স্কা, আল্লাহর কোন কি বান্দাহ এক সময় কঠোর পরিশ্রম করে ছিলেন বলেই আজ এই শহরটি আবাদ হয়েছে এবং আরবের কেন্দ্র পরিণত হয়েছে। এই শহরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা সান্স্কা দিচ্ছে।

একটি আদর্শের খাতিরে তিনি নানা প্রকার বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন। বন্য পশুদের পর্যন্ত এখানে নিরাপত্তা আছে কিন্তু তাঁর প্রাণের কোন নিরাপত্তা নেই। আর শয়ের গর্ভে এক বিন্দু শুক্র নিসাবে অবস্থান লাভের পর থেকে নিয়ে মৃত্যুকালে শেষ নিশ্বাসটি জাগ করা পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের জীবন এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাকে প্রতি পদে পদে কষ্ট, পরিশ্রম, মেহনাজ বিপদ ও কঠিন- অবস্থার বিভিন্ন পর্যায় অতিগ্রাম করে বসিয়ে যেতে হয়। যাকে তোমরা দুনিয়া সবচেয়ে লোভনীয় অবস্থায় দেখছো যেও যখন মায়ের পেটে অবস্থান রি করছিল তখন সর্বক্ষণ তার মরে যাওয়ার ভয় ছিল। মায়ের পেটেই যে ময়ে পারতো, ওখা গর্ভপাত মরে যেতে হয়ে তার াকা হয়ে যেতে পারতো। প্রসবকালে তার মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে শত্রু এক চুলের বেশি বেশী দূরত্ব ছিল না। জন্মলাভ করার পর সে এত বেশী অসহা ছিল যে, দেখাওলা করার না থাকলে একাকী মরে মড়ে পরে যেতো। হাঁটা চলার ক্ষমতা লাভ করার প্রতি এছে নছে আছাড় খেয়ে পয়তো, শৈশব থেকে মোবণ এবং তারপর মাথে বাধে বার্ধৈক্য তাকে এমন সব শারীরিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে, থেকে কোন একটি পরিবর্তনং অধ্যে মধ্য থেকে যদি ভুল পথে হতো তাহলে তার বিপন্ন হতো। সে যদি এনায়ক হয় তাহলে জীবন বাদগাহ বা চান সময় হলে কোন কোথাও তার বিরুদ্ধে কান ষড়্যাল্প না হয় এই ভয় সে এক মুহূর্ত নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারেনা। যে বিশ্ববিজয়ী হলেও তার সেনাপতীদের মধ্যে মধ্য থেকে কেউ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বসে এই ভয়ে সে সর্বক্ষণা থাকে। সে না পরে সর্বক্ষণ তটন্ত জের যুগে কারণের মতো যে, এর ধনী হলেও কিজে সম্পদ আরো কিভাবে তা রক্ষা করবে। নিজের ৯- বাড়াবে এবং কিভাবে তাই ফিদ্রায় সবসময় থাকে। মোট কথা কোন ব্যক্তিও পেরেশান থাকে নিঠাবাদে শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার নিয়ামত লাভ করেনি। কারণ মানুষের জন্মই হয়েছে কষ্ট, পরিশ্রম, মেহনাত ও কঠিন কঠিন অবস্থার মধ্যে। এই বিষয়ে আমি বিস্তারিত জানতে লিখেছি, আমার বই “ঘুম থেকে নামাজ উত্তম”

* আমাদের ২৪ ঘন্টা রুটিনে **ISM and Survey** এই বইটি ছাপানোর জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ভাবছি!!!! **MSAB** প্রকাশ করার কথা। কিন্তু করবে কিনা জানিনা?
দুই ঘন্টা লেকচার! তাই লিখতে অনেক লম্বা হবে। সংক্ষিপ্ত বলছি।

১) এখানে রাতের বেলায় তিনটি কথা:- কিন্তু এখানে তিনটি কথা বলা হয়েছে।
রাতে ১) অর্ধেক ২) ১/৩ বা ৩) ৩/২ ভাগ করা হয়েছে।

আমরা এই সময়কে তিন ভাগে ভাগ করি।

ক) উত্তম হলো অর্ধেক ঘুমের জন্য।

অর্থাৎ ১২ ঘন্টা এর মধ্যে ৬ ঘন্টা ঘুমানো।

খ) কমপক্ষে ৪ ঘন্টা ঘুমানো উচিত।

গ) বেশি ঘুমাতে চাইলে ৮ ঘন্টা এর বেশি নয়।

ঘ) ২০ নং আয়াতে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

১) যদি অসুস্থ হলে।

২) যদি যুদ্ধ করে। অথবা **Emergency need**।

৩) প্রয়োজন হলে এটার ব্যতিক্রম হতে পারে।

দিনের বেলায় সম্পর্কে ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে:-

নিশ্চয় দিনের বেলায় আপনার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।

অর্থাৎ, দিনের বেলায় কোনো ঘুম নয়!!!

এর ব্যতিক্রম হলো যদি অসুস্থ হয় ২০ নং আয়াতে ব্যখ্যা করে বলা দেয়া হয়েছে।

আশা করি সবাই ভালো বুঝতে পারছেন।

Thanks.

www.motaher21.net

২/উ কাজ বাদ দিয়া মোতাহারের বই বেশী পড়ছে! বড়াসাব খুশ ছয়া, প্রমোশন দে দিয়া! খা খা খা

তুমি কি জানো!?!?

এই বইগুলো কি বৈশিষ্ট্য??

Speciality!?

What!? # তুমি যদি মনে করো, এভাবে প্রমোশন করা যায়!?

খুবই সংক্ষিপ্ত পথ!

তাহলে খারাপ কী!!!!

হাঁ হা হা হা..

এটা কোথায় পেলি?

Seriously? You posting this?

এই প্রশ্নের উত্তর পাবি না

দেখতে পেলেও , না বুঝতে পারলেও কি করা যাবে !?

মোতাহার জাহাজে চড়ে কলম্বো যাচ্ছে। জাহাজের ইন্টারনেট খুব দামী এবং সীমিত ডাটা পাওয়া যায়। সেখান থেকে এসব পাঠানো ডিফিকাল্ট আছে ভি।

তার মাল্টিপল ফোনস এবং বিভিন্ন গ্রুপ, ফোরাম পরিচালনা এবং লাখ লাখ কপি পোস্ট একার পক্ষে সম্ভব নয়। সে কয়েকজন ম্যানেজার রেখে এইসব কাজ কারবার সামলায়।

না!

আমি ম্যানেজার রাখেনি!!!

একাই করি।

তো জাহাজের কাজ কখন করিস?

ঙ্গউ রা ইচ্ছে করলে জাহাজে কাজ না করেও থাকতে পারে, আমি এক কোলকাতা বাবুকে জাহাজ থেকে নামিয়েছি (Fitter থেকে ২উ সবারইর কমপ্লেন্ট শুনেনে শুনেনে), উনি ইউনিট করার সময়ও উজ এ যেতেন না, ইউনিফরম পরে সারাদিন উপরেই থাকতে পছন্দ করতেন যদিও বেশীর ভাগ ঙ্গউ কে এই পেতাম, একসাথে লাঙ্গ ডিনার করার জন্য আমাকে অপেক্ষা ও করতে হতো বহু দিন।

তাই মোতাহারের এসব করার নিশ্চয়ই অনেক সময় হাতে আছে। তাও বাংলাদেশী জাহাজ বলে কথা, যেখানে power gap টপের দিকে।

তুমি জান কি???

কুরআন অনুযায়ী আমাদের রুটিনে কি হয়ো উচিত???

জাহাজ চালানোর ব্যাপারে কুরআনের গাইডেন্স কী?

১) কত ঘন্টা ঘুমানো উচিত??

২) কত ঘন্টা কাজ করা উচিত????

৩) আমি কত ঘন্টা কাজ করি????????

সুরা মুজাম্বিল পড়! তাহলে জানতে পারবি।

আমার ওয়েব সাইটে উত্তর দেয়া আছে।

আজকে

Safety committee meeting was discussed today.

It was 2hour discussion.

হাঁ!

সেফটি কমিটির মিটিংয়ে তোর ওয়েবসাইট আর সুরা মুজাম্বিল নিয়ে আলোচনা করলি?

Butt বিষফরহম ইসলামিক উপায়ে কীভাবে কপা করা যায়?

জাহাজের **stability** মেইনটেইন করার ব্যাপারে তোর ওয়েবসাইটে বা সুরা মুজাম্বিলে কী বলা হয়েছে?

পড়ে দেখ!?!?

ঈসরাইল যেমন সব কিছুর উত্তরে বলে **they have the right to defend themselves**, তেমনি মোতাহরের ও **readzmade** উত্তর আমার বই পড়ে দেখো। **So, Motaher tell me what is the difference between you and Israel?**

তোমার কোন বইতে লেখা আছে বলো?

যেই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে, সেই থেকে একটু ভালো করে দেখ।

সুরা মুজাম্বিল ১-৬ নং আয়াত ও ২০ নং আয়াত পড়।

উত্তর দেয়া আছে না হলে আমরা সাথে কথা বল বুঝিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ।

ভাইজান এইডার উত্তর ও একই পাবা, “আমার **website**” এ দেওয়া আছে।

ঘন্টা ধরে বলা আছে?

আমার জানামতে কোরআন বা হাদীসে ঘন্টা মিনিট সে

কেন্ডের কোনো কথা বলা হয়নি। কারণ তখনো মানুষ এসব আবিষ্কার করেনি।

১) কত ঘন্টা ঘুমানো উচিত??

২) কত ঘন্টা কাজ করা উচিত????

৩) আমি কত ঘণ্টা কাজ করি??????????

আমি চিন্তা করতেছি রাতে শিপ বন্ধ করে দিব.. দিনে কাজ করতে হবে চিন্তা কর।
রাতে

১) অল্প সময়ে।

২) আধা-রাত বা তার চেয়েও কিছু কম।

৩) অথবা তার চেয়েও একটু বাড়ান।

দিনের বেলায়:-

৪) নিশ্চয় দিনের বেলায় আপনার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।

এটা নিয়ে চিন্তা কর।

বলা হয়েছে তোমাদের জন্য দিন সৃষ্টি করেছি কাজ করার জন্য, আর রাত সৃষ্টি করেছি নিদ্রা যাওয়ার জন্য।

ঠিক কথা।

কিন্তু এখানে তিনটি কথা বলা হয়েছে।

রাতে ১) অর্ধেক ২) ১/৩ বা ৩) ৩/২ ভাগ করা হয়েছে।

এখানে এই কথা বলা হয়েছে????

মোতাহার

Truly thank you for directing me to those verses.

আয়াত ২-৬ এ কেয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ সনাদ্ধে বলা হয়েছে। সাথে নোমান আলীর **explanation** শুনলাম আরো ক্লিয়ার হবার জন্য।

আয়াত ২০ একটা হরয়ব আয়াত, এর কিছু অংশ অবতীর্ণ হয় মক্কায় কিছু মদিনায়।

আয়াত গুলো চমৎকার। তবে আল্লাহ পাক যেমন কোরানের অধিকাংশ আয়াত গুলোকে **versatile** রেখেছেন **instead of** ভরীরহম, এগুলো অনেকটা তাই।

আরেক টা জিনিস হলো তাহাজ্জুদ আমাদের নবীর জন্য **mandatory** ছিল, কিন্তু তিনি সেটা আমাদের ম্যাণ্ডেটরি করেন নাই।

তার প্রধান কারন নিত্য আবশ্যিক কাজের চেয়ে তাহাজ্জুদ কে বেশী প্রায়োরিটি না দেয়া। কারন টা various. তুমি যদি তাহাজ্জুদ পরতে চাও তবে তোমার ঘুমানোর টাইম অবশ্যই ভসবীরনযব হতে হবে। অন্দত যখন তুমি খুব বেশী উত্তরে বা দক্ষিণে আর একটা কারন তোমার তাহাজ্জুদ যেন তোমার রেগুলার পাঁচ বেলার নামাজ কে গৌন না করে। আমাদের দেশে যেটা হয় তারাবীহ তে মসজিদে জায়গা হয় না, কিন্তু ফজরে প্রথম কাতারই ভরে না তোমার সারা জীবনের তাহাজ্জুদ এক বেলার ফজর এর সমান নয়।

So now tell me how did you relates all this to your shipos duty and gave your lecture for 2 hours?

I am really interested to know. And may be I will learn few things in Sha Allah.

শুধুই চিন্তা করতে থাকো

আপনি আমার বইগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়েন, সব ফক ফকা ক্লিয়ার হয়ে যাবে

আংগুল দেও কেন ভাই, তাকে বলতে দেও না।

কি কইত্তাম ভাইজান, হুইনতে হুইনতে উত্তর মুখস্থ।

যাই হউক আমার উত্তর উইথড্র করলাম, হুজুরের উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

Engr Motaher: Ch Engros job is 24×7. I think what you are doing is not

আমাদের মাসিক সেফটি মিটিং এ আমি অবজার্ভার মাত্র।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার সেফটি অফিসার।

সবাই বেশ ভাল..

কিন্তু দুএকজন পাই কথা কইতেই থাকে..

এমন কেউ থাকলে মিটিং এর আগে বলে দেই .. ভাই প্যাচাইবা না.. যা এজেন্ডা..

আগে তৈরী করে রিডিং পড়বা ১৯৬৯ এর গল্প বলবা না চৌধুরী শরাফতের মত

তার পরেও ১ ঘন্টা মিটিং করার মত লোক পাই নাই..

পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।

উপসংহার : আলহামদু লিল্লাহ. আমরা এতখন কুরানের আলোকে বিমেষত: সুরা মুজাম্মেল, ৭৩ পারা ২৯ এর ১-৭ নং আয়াত ও ২০ নং আয়েতে আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের রাত ও দিনের রুটিন হওয়া উচিত কি বা কেমন?

* যদিও সুরা মুজাম্মেলের অধিকাংশ মুফাচ্ছিরগণ তাহাজ্জুদের বেপারে বলেছেন কিন্তু আমার মনে হয়, এই দীর্ঘ আলোচনায় বুঝা যায় যে একে আমাদের ২৪ ঘন্টার রুটিন হিসেবে বুঝতে কোন সমস্যা নাই।

* আমরা মহান রাব্বুল আল-আমীনের কাছে পার্থনা করি আল্লাহ আমাদের দিন ও রাত যেনে আমাদের প্রতিটিই মুহুর্ত যাতে সঠিক ব্যবহার করে দুনিয়া ও আখিরাত সুন্দর ও কামিয়ার তথা সার্থক করি।

আমিন ও চুম্মা আমিন।

ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মোতাহার হোসাইন

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন রচিত প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বইয়ের তালিকা

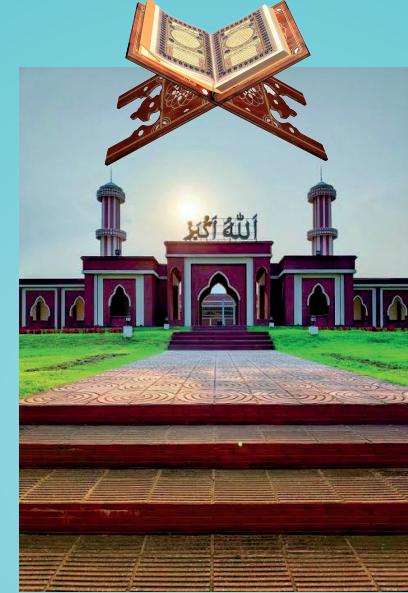
১. হে মুমিনগণ ! (প্রথম প্রকাশ) ফেব্রুয়ারি-২০০২
২. Ye Who Believe (IPCI Durban) 11 Sept. 2004
৩. Hi Orang Orang Yang Beriman 11 Sept. 2004
৪. এবং কাফিররা বলে ওয়ামি বুক সিরিজ-(২৬) ফেব্রুয়ারি-২০০৭
৫. O Ye Mankind! (www.australianislamiclibrary.org-2015)
৬. মুনাফেকি কী, কেন ও কীভাবে? (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি-২০২০)
৭. হে মানুষ (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি-২০২০)
৮. অবুঝ হাসি (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি-২০২০)
৯. হে মুমিনগণ ! (সংক্ষিপ্ত) দ্বাদশ মুদ্রণ মার্চ-২০২৪
১০. এবং কাফিররা বলে ! (সংক্ষিপ্ত) একাদশ মুদ্রণ মার্চ-২০২৪
১১. মুনাফেকি কী, কেন ও কীভাবে! (সংক্ষিপ্ত) একাদশ মুদ্রণ মার্চ-২০২৪
১২. হে মানুষ (সংক্ষিপ্ত) একাদশ মুদ্রণ মার্চ-২০২৪
১৩. আমাদের ২৪ ঘণ্টা রুটিন ও ঘুম থেকে নামাজ উত্তম মার্চ-২০২৪
১৪. আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন
১৫. আইন প্রণয়ণে আল্লাহর সাথে শিরক করা
১৬. ইসলামের বিজয়
১৭. মুনাফেকি কী, কেন ও কীভাবে (২)
১৮. অবহেলা নয়
১৯. তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি
২০. নিশ্চয় যারা বলে, “আল্লাহ আমাদের রব”
২১. উত্তরাধিকারী
২২. মানুষ কি মনে করে?
২৩. সুদৃঢ় থাক!
২৪. ব্যবসার সন্ধান!
২৫. ক্ষতিগ্রস্ত!
২৬. তুমি কি?
২৭. পথ-নির্দেশক
২৮. যুদ্ধের ঘোষণা
২৯. সাবধান
৩০. দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর
৩১. কষ্ট দেয়!
৩২. পরামর্শ কর
৩৩. জ্ঞান-বুদ্ধি
৩৪. কেন হারাম করছ?
৩৫. পড়ো!
৩৬. মরো না!
৩৭. জয়যুক্ত কর
৩৮. নিদর্শন!
৩৯. উদ্বুদ্ধ কর
৪০. সম্পূর্ণ!
৪১. ক্রয় করে
৪২. উপহাস
৪৩. পরীক্ষা!
৪৪. দ্বন্দ্ব লিপ্ত হলে!
৪৫. সম্মানীয়।”
৪৬. প্রতিযোগিতা
৪৭. ফিরে গেলে
৪৮. লিখে রাখ!
৪৯. রাত-দিন ডেকেছি
৫০. পানি পান করানো
৫১. ন্যায়-বিচার
৫২. সুখী জীবন
৫৩. কিতাবের মূল
৫৪. সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী (দায়িত্ব দিন)
৫৫. আল্লাহর সাহায্যকারী হও, বিজয় তামোদের!
৫৬. গযব প্রাপ্তদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না
৫৭. কাফিরদের মত কথাবার্তা বলানো।
৫৮. মুসলিম ও কাফির পরস্পর বিবাহ বন্ধনে থেকে না
৫৯. আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে?
৬০. আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে ওজর পেশ করো না
৬১. সর্কর্ম ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করো
৬২. আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহরই জন্য
৬৩. আল্লাহর আনুগত্য কর আর রাসুলের (সা.) আনুগত্য কর
৬৪. আল্লাহর এবং তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আন
৬৫. খুব বেশি করে স্মরণ কর।
৬৬. অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না
৬৭. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।
৬৮. আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত
৬৯. সত্যনিষ্ঠ লোকদের সাথে থাক
৭০. ভক্ত আলিমদের থেকে সতর্ক থাকো।
৭১. আদেশ শানোর পর তা অমান্য করো না
৭২. ওসিয়াত করার সময় সাক্ষী রাখবে
৭৩. তামোদের দায়িত্ব তামোদেরই উপর
৭৪. মদ, জুয়া, মূর্তি ও লটারী পরিহার করো
৭৫. নিজের বিরুদ্ধে গেলেও ন্যায় সঙ্গত স্বাক্ষ্য দান কর
৭৬. মুমিনগণ যেন আল্লাহর উপর ভরসা করে
৭৭. সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে তামোরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো
৭৮. তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হ্যানো, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পারো
৭৯. তামোরা সতর্কতা অবলম্বন করো
৮০. সবার, মুসাবাহাহ, মুরাবাহ ও তাকওয়া অবলম্বন কর
৮১. তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না
৮২. তোমাদের উপার্জিত উত্তম ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করো
৮৩. ইসলামের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ করো
৮৪. কিসাস সম্পর্কে আদেশ দেয়া যাচ্ছে
৮৫. সাহায্য চাও সবার ও সালাতের মাধ্যমে
৮৬. সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য
৮৭. এই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই
৮৮. আলিফ-লাম-মীম।

www.motaher21.net (চলমান বই নং-১১০১)

২৪ আমাদের ঘণ্টা কুটিন ও ঘুম থেকে নামাজ উত্তম

ইঞ্জি. মোতাহার হোসাইন

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৪, রমাদান-১৪৪৫



(নতুন সংকলন নং-১০৬২/Book No.১৪/২)

Book No.- 1119 (In going)

(চলমান বই নং-১১১৯)

www.motaher21.net

Engr. Mahmmmed Motaher Hossain

Chief Engineer (Served as Marine Chief Engineer many foreign & Local companies for 31 years. Served as Engineering Superintendent, DPA & CSO of Deshbandhu group. Served as Chief Engineer of Ananta Group. Served as technical consultant of Mission group).

Author of “YE MANKIND!”

(SELECTED VERSES FROM THE QURAN WITH EXPLANATION)

RESEARCHER: MUHAMMED MOTAHER HOSSAIN

Published in: Australian Journal for Humanities and Islamic

Studies Research (Vol-1, Issue-1, 2015) Republished in the Book #8.

www.motaher21.net

Author of two more basic studies from the Quran:

*What the Quran ask directly the believers :

১. ‘হে মুমিনগণ’ www.motaher21.net #Book-1

২. “Ye Who Believe” Published Derban R.S.A by Ahmed Hossain Deedat 2004

৩. “Hai orang Orang Yang Beriman” (Malay/Indon version) Book #4

*According to Quran what are the sayings that is marked as the saying of kafir book-3 : ‘এবং কাফেররা বলে’

ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি অব মুসলিম উয়ুথ (ওয়ামি) ২০০৭ ওয়ামী বই সিরিজ ২৬

*What the Quran ask the peoples directly:

“Ye Peoples” www.motaher21.net Book #6

“হে মানুষ” www.motaher21.net Book #7

* আমাদের ২৪ ঘন্টা রুটিন ও ঘুম থেকে নামাজ উত্তম #১৩

Chairman: Halishahar Mohila College, Halishahar, Chittagong.

Chairman: Halishahar Public School, Halishahar, Chittagong

সভাপতি: দেবপুর নুরানী মাদ্রাসা, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী

Book No. - 1119 (In going), চলমান বইয়ের নাম্বার- ১১১৯

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসেন

House # 12, Road # 03, Block-B, Pink city Model Town, Khilkhet, Dhaka1229, Bangladesh.

Phone: +88-01883385800/01827764252

E-mail: motaher7862004@yahoo.com/enrmmotaher440@gmail.com

FB:Muhammed Motaher Hossain/ Motaheros Fan Page

Engr Motaher: <https://motaher21.net/about-author/>

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন রচিত প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বইয়ের তালিকা

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>৮৯. যারা গায়েরের প্রতি ঈমান আনে
৯০. তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে, তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ণ কর
৯১. তাদের সুসংবাদ দাও
৯২. যারা মহান আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় অঙ্গীকার..
৯৩. সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন
৯৪. আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন
৯৫. যখন আমি ফিরিশতাগণকে বললাম
৯৬. আল্লাহ ক্ষমা প্রদর্শন করলেন
৯৭. তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো
৯৮. তবে কি তোমরা বুঝো না?
৯৯. তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম
১০০. এক মহাপরীক্ষা ছিল
১০১. এ জনপদে প্রবেশ করো
১০২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে
১০৩. আমি অঞ্জদের
১০৪. সে সম্বন্ধে বে-খোয়াল নন
১০৫. কাল্পনিক ধারণা পাষণে
১০৬. তোমরা একে অপরের রক্তপাত করবে না
১০৭. তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে
১০৮. বাস্তবিকই তোমরা যালিম
১০৯. আল্লাহও এসব কাফিরদের শত্রু
১১০. আমরা নিছক একটি পরীক্ষা...
১১১. তা থেকে উত্তম
১১২. ঈমানের পরিবর্তে কুফরী করে
১১৩. তোমাদের প্রমাণ পেশ কর
১১৪. অথচ তারা কিভাবে পড়ে
১১৫. পূর্ব পশ্চিম মহান আল্লাহরই
১১৬. আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলে না কেন?
১১৭. বলুন, নিশ্চয় আল্লাহ হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত
১১৮. কোন সুপারিশ কারা, পক্ষে লাভজনক হবে না
১১৯. কাবা ঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র.....”
১২০. হে আমার রব! এটাকে নিরাপদ শহর করুন
১২১. সেই নির্বোধ ছাড়া ! ! !
১২২. আর তারা বলে।
১২৩. আমাদের জন্য আমাদের, আমল
১২৪. নির্বোধ লোকেরা বলবে যে!
১২৫. আমি তোমাদের মধ্যপন্থী উন্মাত করছি
১২৬. নিশ্চয় তাদের একদল জেনে-বুঝে সত্য গোপন করে থাকে
১২৭. নিজের মুখ মাসজিদে হারামের দিকে ফিরাও
১২৮. কিভাবে ও হেকমত শিক্ষা দেন
১২৯. ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো
১৩০. আল্লাহর পথে নিহতদের মৃত বলো না</p> | <p>১৩১. নিশ্চয়ই ‘সাফা এবং মারওয়া’ মহান আল্লাহর নিদর্শনগুলারে অন্যতম
১৩২. নিশ্চয় যারা আমাদের অবতীর্ণ কোন দলিল.....
১৩৩. লোকের উপকারী দ্রব্যাদীসমূহ সমুদ্রে চলাচলকারী জল্যানের মধ্যে বিবেকসম্পন্ন লোকদেরদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে
১৩৪. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না
১৩৫. যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি
১৩৬. পবিত্র বস্তু আহার করো
১৩৭. নিশ্চয় যারা গোপন করে আল্লাহর কিভাবে হতে যা নাযিল করেছেন
১৩৮. পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোই সৎকর্ম নয়
১৩৯. হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের কিসাস সম্পর্কে আদেশ দেওয়া হচ্ছে
১৪০. সঙ্গতভাবে ওয়াসিয়াত করে যায়
১৪১. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে
১৪২. রমযান মাস যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে
১৪৩. আমি তো তাদের নিকটে
১৪৪. আল্লাহর নির্ধারিত বস্তু খোজ করো
১৪৫. তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের মাল প্রাস করো না
১৪৬. লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে
১৪৭. তোমরা মহান আল্লাহর পথে সেই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো
১৪৮. আত্মরক্ষা ছাড়া নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা যাবে না
১৪৯. তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো
১৫০. মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হাজ্জ ও উমরাহকে পূর্ণ করো
১৫১. তোমরা পাথোয় ব্যবস্থা করবে, আর তাকুওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথোয়
১৫২. তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে
১৫৩. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে জীবিকার খোঁজ করো
১৫৪. মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হও
১৫৫. তারপর যেখান থেকে আর সবাই ফিরে...
১৫৬. লোকদের কেউ কেউ বলে থাকে.....
১৫৭. মুনাফিকের চরিত্র
১৫৮. আমার নানা ভাই
১৫৯. আমরা যদি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

www.motaher21.net

আমাদের ২৪ ঘণ্টা রুটিন ও ঘুম থেকে নামাজ উত্তম
মার্চ-২০২৪ (চলমান বই নং- ১১১৯)

বিতরণে : বাংলাদেশ মসজিদ মিশন

বিতরণের জন্য- আপনাদের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি

বিকাশ নম্বর : ০১৮৮৩৩৮৫৮০০ (মোতাহার হোসাইন)

ব্যাংক একাউন্ট :

মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন ও নাফিসা ইয়াসমীন

একাউন্ট নম্বর : ২০৫০২৭৬০২০০৩০৬০১২

গুলশান শাখা- ১, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড